পুঁজি কেন থাকবে না

মজুরী দাসদের শ্রমে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্য হচ্ছে পুঁজি। অর্থাৎ মজুরির বিনিময়ে শ্রম-শক্তি বিক্রয়কারী মজুরী দাসের শ্রমে উৎপন্ন হয় পণ্য। পণ্যের ২টি উপাদানের ১ট প্রাকৃতিক সম্পদ যার ব্যবহার মূল্য থাকলেও বিনিময় মূল্য নাই। তাই, পণ্যের অপর উপাদান-শ্রম তথা পণ্যে নিষিক্ত শ্রম হচ্ছে পণ্য মূল্য। সুতরাং,মজুর উৎপন্ন করে মূল্য অতঃপর, উদ্বৃত্ত-মূল্য। পণ্য মূল্য হতে স্থায়ী ও অস্থায়ী পুঁজির হিস্যা বাদ দিলে যা থাকে তা হচ্ছে উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্থাৎ পুঁজি। তাই, মজুরি দাস পণ্য উৎপন্ন না করলে পুঁজি গঠিত হয় না আর উৎপন্ন পণ্য বাজারে বিক্রি না হলে অবিক্রিত পণ্যে সৃষ্ট মূল্য বা তদার্থে নতুন গঠিত উদ্বৃত্ত-মূল্য তথা পুঁজি প্রাপ্তিতো নয়ই উপরন্ত, পণ্য উৎপন্নে বিনিয়োজিত পুঁজিও হারায় পুঁজিপতি । আবার, পণ্য বিক্রি করে অতিরিক্ত পুঁজি সহ বিনিয়োগকৃত পুঁজি পুঁজিপতি হাসিল করলেও তা যদি পুনরুৎপাদনে বিনিয়োগ না হয় তবে তা মজুরির বিনিময়ে শ্রম-শক্তি ক্রয়ে বিনিয়োজিত হয়নি বলে নতুন পুঁজি উৎপন্ন হওয়ার সুযোগতো হয়ই না বরং অনিবিনিয়োজিত পুঁজি হ্রাসপ্রাপ্ত হতে থাকে বাজারের নিয়মে। তাই, পুঁজি টিকে থাকার শর্তঃ-(১) **পুনঃরুৎপাদন**; এবং (২) **সঞ্চালন।**

পুঁজির শাসন তথা পুঁজির গোলাম পুঁজিপতির শ্রেণীর শাসন ব্যবস্থাধীন পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ হচ্ছে পুঁজি উৎপন্নে অগণন পণ্য উৎপাদন ও বেচা-কেনার ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক মজুরি দাসত্বের শোষণমূলক, শ্রেণী বিভক্ত, দমন-পীড়নের নানান অস্ত্রাদি এবং বৈষম্য, বিরোধ ও বৈরীতায় ভরপুর যুদ্ধ প্রবণ এক অশান্তির সমাজ।

পণ্য উৎপন্ন করে মজুর।কিন্তু, পণ্যের মালিক হচ্ছে পুঁজিপতি। তাই, উৎপাদিত পণ্য বিক্রি হলে পণ্যের অপরিশোধিত অংশ তথা পুঁজির মালিক হয় বটে পুঁজিপতি। কিন্তু, পণ্য বিক্রি হয়ে অর্থে এবং অর্থ পণ্যে পরিণত না হলে অর্থাৎ পুঁজির সঞ্চালন না হলে পণ্য উৎপন্নে বিনিয়োগকারী পুঁজিপতি বিনিয়োজিত পুঁজি হারায়। তাই,পুনঃরুৎপাদন অব্যাহত রাখতে পণ্য বিক্রির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতেই হচ্ছে পণ্য মালিক পুঁজিপতির। সুতরাং, পণ্যের বাজার বাড়ানো আবশ্যক; এবং পণ্য পুনঃরুৎপাদনে প্রাকৃতিক সম্পদ ও শ্রম-শক্তি বিক্রেতা মজুরের যোগান অব্যাহত রাখতে হলেও বিশ্ব ব্যাপী পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা ছিল আবশ্যক। তাই, পুঁজির অস্তিত্বের শর্তেই যেমন একটি বিশ্ব বাজার তেমন একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থা হওয়াটাও ছিল পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির জন্য বিকল্পহীনভাবে আবশ্যক।

পুঁজিতন্ত্রের পূর্বেও যৎকিঞ্চিত পণ্য ও পুঁজি ছিল। কিন্তু, ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসাবশেষ হতে উত্থিত পুঁজিপতি শ্রেণী পুঁজির অস্তিত্বের শর্তেই বিশ্ববাজার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য পুঁজিতন্ত্রের বিকাশকালে জয় করেছিল সমগ্র দুনিয়া।পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি বিকাশের শর্তে বিশ্ব বাজার জয়ে আবশ্যকীয় উপনিবেশিকতার প্রগতিশীল নীতি গ্রহণ করেছিল বিপ্লবী পুঁজিপতি শ্রেণী। যদিও স্বার্থান্ধ -লোভী পুঁজিপতি শ্রেণী পুঁজি গঠন, ও পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে পৃথিবী

জয় করে বিশ্ববাজার প্রতিষ্ঠা করতে ইতিহাসের এক অমোঘ হাতিয়ার হিসাবে ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে ভূমিকা পালন করতে গিয়ে অনঢ়-অচল, অজ্ঞতা ও অন্ধত্বে ভরা,কুসংস্কারাচ্ছন্ন, প্রকৃতি নির্ভর, স্থানীয় তবে খুবই দুর্বল ও দরিদ্র অর্থনীতির ব্যক্তিমালিকানার পুরনো সমাজকে ভেংগে-চুরে এক সামাজিক বিপ্লব সাধন করে দুনিয়াব্যাপী প্রতিষ্ঠা করে আধুনিক শিল্প সমৃদ্ধ তবে,কৃত্রিম দারিদ্র সমেত প্রাচুর্যের বৈশ্বিক পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির তবে প্রকৃতিকে বশীকরণের এক নতুন সমাজ । পুরোনো সমাজের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব পরলৌকিক ক্ষমতাবলে ক্ষমতাসীন বলে রাজনৈতিক মতবাদ চালু করলেও বুর্জোয়া সমাজের উপযুক্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থপনার জন্য অকার্যকর ও সাংঘর্ষিক বিবেচিত বলে সেসব অচল রাজনৈতিক মতবাদ বাতিল করে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ অংগ- ইহলৌকিকতার নীতির (সেকুলারিজম) সূচনা করতে হয়েছিল বিপ্লবী বুর্জোয়াদেরকে। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ স্বক্রিয়, সচল ও শাসনে যোগ্য তথা বুর্জোয়া অর্থনীতির সামগ্রীক ব্যবস্থাপনার জন্য উপযুক্ত তবে, মুখস্ত ভিত্তিক আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা; প্রকৃতি বিজ্ঞানের সূচনা সমেত বিজ্ঞানের নানান শাখার প্রবর্তন-বিকাশ;আধুনিক রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দল পত্তন;বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা; প্রিন্ট মিডিয়া সমেত নানান মিডিয়া প্রতিষ্ঠা; এবং আধুনিক পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করে বুর্জোয়া শ্রেণী।

বিশ্ব বাজার প্রতিষ্ঠাকারী বুর্জোয়া শ্রেণী নিজে যেমন দেশ-জাতির গন্ডি ছাড়িয়ে বৈশ্বিক বাজারের অধীন হয়েছিল তেমন পুঁজি গঠনে পণ্য উৎপন্নে শ্রম-শক্তির বিক্রেতা তথা শোষিত মজুর শ্রেণীর যার স্রষ্টা বটে এই পুঁজিপতি শ্রেণী সেই মজুরদেরও কোনো দেশ-জাতি নাই বরং অপরাপর পণ্যের মতো শ্রম-শক্তির বিক্রেতা মজুর তার পণ্য বিক্রি করার জন্য বিশ্ববাজারের নিয়মের অধীন বলেই কার্যত, বুর্জোয়া ও মজুর, উভয় শ্রেণীই বৈশ্বিক তাই বৈশ্বিক পুঁজিতান্ত্রিক জালের মধ্যে যেমন জাতীয় পুঁজি গঠন বা জাতীয় পুঁজির বিকাশ সাধনের সুযোগ নাই তেমন কেউ দেশপ্রেমিকও হতে পারে না । অথচ, ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিতন্ত্রকে সংরক্ষায় সাবেকী স্থানীয় ও দরিদ্র অর্থনীতির পরিত্যাক্ত রাজনীতি ও রাজনৈতিক মতবাদ পুনঃপ্রসার এবং **মজুরদেরকে স্বীয় শ্রেণী পরিচয় ও শ্রেণী স্বার্থ বিষয়ে বিভ্রান্তকরণ, এবং দেশ-জাতির বোধে ও শৃংখলের গন্ডীতে আবদ্ধ, বন্দী ও বিভক্তকরণে উপযোগী কথিত জাতীয় মুক্তি ও দেশপ্রেমের আবেগময়ী রাজনীতি যা মজুরের শ্রেণী স্বার্থ বিরোধী ও দুনিয়ার মজুরদের একতা গড়ে উঠার পথে কেবল প্রতিবন্ধকই নয় বরং মজুর শ্রেণীর জন্য ভয়ানক ক্ষতিকর, বিষাক্ত ও স্বয়ংঘাতি রাজনৈতিক মতবাদ সম্বলিত রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের লেনিনবাদেরও** প্রবর্তনকারী বটে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণী।

পণ্য বিক্রির জন্য বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতা করতে হয় প্রতিটি পুঁজিপতিকে। তাই, কম দামে পণ্য বিক্রি করতে পণ্য উৎপাদনে ব্যয় কমাতে কম শ্রমে পণ্য উৎপাদন এবং স্বল্প সময়ে পণ্য বাজারে পৌঁছানোর জন্য পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন বৈ বিকল্প নাই বিধায় পণ্য উৎপাদনের ও বিনিময়ের উপায়সমূহের নবীকরণ ও

নৈমিত্তক বৈপ্লবীকরণ বিকল্পহীনভাবে আবশ্যক। এই বিষয়ে কমিউনিস্ট ইস্তেহারে বর্ণিত এইঃ " উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, এবং তাতে উৎপাদনের সম্পর্কাদি এবং সেই সংগে সমাজের পুরো সম্পর্কের অবিরাম বৈপ্লবীকরণ না করে পুঁজিপতি শ্রেণী টিকতে পারে না।" – প্রথম চ্যাপ্টার।

অনুরূপ বৈপ্লবীকরণের হেতুবাদেই বাস্পীয় ইঞ্জিন, বিদ্যুৎ হতে আজকের স্পেস পরিবহন ও যোগাযোগ সমতে আইসিটির উদ্ভাবন ও অবিস্কার। **কার্যত, পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে এবং পুঁজিপতি শ্রেণীর টিকে থাকার শর্তেই প্রকৃতি বিজ্ঞানসহ চিকিৎসা বিজ্ঞানের সূচনা ও বিকাশ সাধন করা সত্ত্বেও হালের মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্র নিজেই এখন বিজ্ঞানের বিকাশে প্রতিবন্ধক।** আবার পণ্য উৎপাদন, বিনিময় ও যোগাযোগের যন্ত্রপাতির নৈমিত্তিক বৈপ্লবীকরণের কারণে নিত্যই নতুন নতুন পণ্য উৎপন্ন ও প্রযুক্তির উন্নয়নের কারণে পণ্যের বাজারে নতুন পণ্যের উপযোগিতা যেমন তৈরী হয় তেমন পুরনো পণ্য বাজার হারিয়ে অচল-বাতিল পণ্যে পরিণত হয়।ব্যক্তিমালিকানার কারণেই অসম প্রতিযোগিতার পণ্য বাজারের এটি এক অলিখিত নিয়ম। ফলে, পুঁজিপতিদের কেউ কেউ যেমন পুঁজিতন্ত্রী উপায়াদির মালিকানা হারিয়ে মজুরের কাতারে শামিল হয় আবার বহু মজুরও হয় পেশাচ্যুত না হয় স্থানান্তরিত বা দেশান্তরিত হয়। ফলে পণ্য বাজারের এই অসম প্রতিযোগিতায় নিত্য হার-জিতের কারণে নানানজনের পেশা ও অবস্থানগত পরিবর্তনের জন্য পারিবারিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থায় নিত্য ভাঙ্গচুর হচ্ছে, বাড়ছে বিচ্ছিন্নতা। তাতে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ স্বীয় নিয়মেই ভেংগে চৌচির হচ্ছে বিশেষত মন্দা পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের ভেংগে চৌচির হওয়ার দশা ও গতিকে আরো প্রকট ও গতিশীল করে। ফলে, নৈরাজ্য, বিরোধ, বৈরীতা, বৈষম্য, জংগিপনা, স্বৈরতন্ত্র, দাংগা, যুদ্ধ, অনিশ্চয়তা, অশান্তি, মতবাগিশতা ও মতান্ধতা, রাজনৈতিক দল ও রাষ্ট্র ইত্যকার বিষয়গুলোও ক্রমাগত বাড়ে।

যতোই, পণ্য উৎপাদনের যন্ত্রপাতির বৈপ্লবীকরণ করা হয়েছে, পুঁজি রক্ষায় ও সংরক্ষায় নতুন নতুন পণ্য উদ্ভাবন ও উৎপন্ন করা হয়েছে, এবং পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষায় পুনরুৎপাদন ও সঞ্চালনের স্বার্থে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেছে ততোই পণ্য উৎপাদনী ব্যবস্থা কেবল পৃথিবী সহ সৌরজগত নয় বরং মহাবিশ্ব এবং প্রকৃতিজাত বিষয়াদি বিশেষত মানবকুল, মানবদেহ ও মানুষের সমাজ ব্যবস্থা ইত্যাকার বিষয়ে মানবজাতিকে অতীতের অন্ধকার ও অজ্ঞতার সমাজের ততোধিক অন্ধকারের জীব রাজনৈতিক মোড়লদের প্রবর্তিত সব ভুতুড়ে ও ভুয়া গাল-গল্পের কবল হতে মুক্ত হতে আবশ্যকীয় উপাদান যেমন যুগিয়ে যাচ্ছে তেমন ২৩ জোড়া ক্রোমোজম প্রত্যেকের জন্মগত উপাদান বলেই মানুষে মানুষে যে জন্মগতভাবেও তফাত নাই তা সহ মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণ-শাসন করার মতো ভয়ানক অমানবিক-বর্বর বোধ সম্পর্কে যথাযথভাবে জানার-বুঝার সুযোগ সৃষ্টি করেই যাচ্ছে। অর্থাৎ স্ববিরোধীতার পুঁজিতন্ত্র একদিকে অন্ধকার ও অজ্ঞতার যুগের হিংস্র

মতবাদের প্রচার ও প্রসার ঘটাচ্ছে আবার স্ববিরোধীভাবে খোদ পুঁজিতন্ত্র সমেত পুঁজিতন্ত্র ও সাবেকী সকল সমাজ তথা ব্যক্তিমালিকানার স্বার্থজাত সকল মতাবাদিতার বিনাশ ও বিলোপে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, সূত্র বা তথ্যাদি আবিস্কার ও প্রসার-প্রচারের সুযোগও তৈরী করছে।

মানবজাতি যে এক ও অভিন্ন তাও জানার সুযোগ হয়েছে বলে অতীত ও বর্তমানের শোষক ও শাসকদের বানোয়াটি মিথ্যা-অসত্য মতবাদের অসরতা জানা-বুঝার মতো বৈজ্ঞানিক তথ্য যুগিয়ে যাচ্ছে বলে বিদ্যমান হাজারো জাত-জাতি, গোত্র-গোষ্ঠী, রং-বর্ণ, নানান শ্রেণী, মতবাদ, লিংগ ইত্যকার নানান বৈষম্য ও বৈরীতামূলক অমানবিক তথা রাজনৈতিক বিষয়াদি দ্বারা আচ্ছন্ন ও বিভাজিত সেই সবই যে ব্যক্তিমালিকানা প্রসূত তাও নিশ্চিত করে মানুষে মানুষে বিভাজন-বিভক্তি, বৈষম্য-বৈরীতা, হীনতা-নিচুতা,হিংসা-বিদ্বেষ, শোষণ-শাসন, শ্রেণী- বর্ণ, জাত-জাতি, গোত্র-গোষ্ঠী, লিংগ ইত্যকার তাবৎ বিষাক্ত বোধের মাইথোলজি, মতবাদ-রাজনীতির উৎস ও ভিত্তি ব্যক্তিমালিকানা মুক্ত এক নতুন সমাজ যা কেবলই বন্ধুত্ব, ভালোবাসার বোধ সমেত পূর্ণ মানবিক বোধের বিজ্ঞানী মানুষদের এক অখন্ড মানব জাতির মৃত্যুঞ্জয়ী চির তারুণ্যের ইক্যুয়েলদের আনন্দময় এক মানব সমাজ হচ্ছে স্ববিরোধীতায় ভরপুর বিদ্যমান পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের অনিবার্য পরিণতি সেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান লাভেও প্রয়োজনীয় মাল-মশল্লা যুগিয়েছে এবং ক্রমাগত এই সব বৈজ্ঞানিক বোধের জন্ম দিয়ে যাচ্ছে অগণন পণ্য উৎপন্নের পুঁজিতন্ত্র।

পুঁজি উৎপন্ন হচ্ছে মজুরদের সামাজিক শ্রমে কিন্তু মালিকানা ব্যক্তিগত এটা পুঁজিপতি শ্রেণীর আইনে বৈধ হলেও তা যে অন্যায় ও অন্যায্য এবং স্ববিরোধী তা যেমন নিশ্চিত হয়েছে সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানে তেমন মজুর শ্রেণী হচ্ছে পুঁজি উৎপন্নকারী অথচ, পুঁজির মালিক হচ্ছে পরজীবী -শোষক প্রঁজিপতি শ্রেণী- এটাও যে ভয়ানক অন্যায় ও অন্যায্য এবং স্ববিরোধ তাও কমিউনিজমের বিজ্ঞান উপযুক্ত তত্ত্ব, তথ্য-প্রমাণ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

উল্লেখ্য, পুঁজির কোড এবং সমাজ পরিবর্তনের কোড তথা নিয়ম বা সূত্র আবিস্কারের মাধ্যমে কমিউনিজমের বিজ্ঞান আবিস্কার করেছেন মার্কস আর এ্যাংগেলস এই বিজ্ঞান ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

সমাজের সকল কুকর্ম-দুস্কর্ম সমেত যাবতীয় অমানবিক ক্রিয়াদি সহ পুঁজির ব্যক্তিমালিকানা যে মজুরের সকল দু:খ-দৈন্যতা, দুর্দশা ও কষ্টকর জীবনের কারণ এটা যেমন পরিস্কার হয়েছে তেমন ব্যক্তি মালিকানা রক্ষায় ও সংরক্ষার স্বার্থে সৃষ্ট পরিবার, রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল, আই এম এফ, আইন-কানুন, রীতি-নীতি, প্রথা-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি সমেত মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণ, শাসন,নিয়ন্ত্রণ ও দমন-পীড়নের সকল অস্ত্রপাতি ও হাতিয়ারাদি সমেত পণ্য উৎপন্ন এবং বিনিময়ের উপায় সমূহের অন্যায় ও অন্যায্য ব্যক্তিমালিকানা বিলোপ করার মাধ্যমে উৎপাদন এবং পরিবহন ও যোগাযোগের উপায়াদির সামাজিক মালিকানা যে বিদ্যমান সকল সমস্যা,

সংকট, দুর্দশা ও দুর্ভোগের সমাপ্তি ও সামাধান এবং ব্যক্তিমালিকানার ঐতিহাসিক পরিণতি- এই রূপ বৈজ্ঞানিক বোধ জন্ম ও বিকাশ লাভে কমিউনিজমের বিজ্ঞান যেমন সহায়ক তেমন খোদ পণ্য উৎপাদনী ব্যবস্থাই এই বোধের উপযোগিতা ক্রমাগত বাড়িয়ে চলছে। এই রূপ বোধের প্রচার ও প্রসারে মজুরদের একটি দল অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে মজুরদের মুক্তি সাধনে একটি বৈজ্ঞানিক সমাজ-সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় একটি কমিউনিস্ট বিপ্লব, যা এযাবৎকালের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী ও সর্ববৃহৎ ঘটনা তা সংঘটনে উপযুক্ত ও যোগ্য একমাত্র মজুর শ্রেণীকে শ্রেণী হিসাবে গঠনে তথা দুনিয়ার মজরুদেরকে একতাবদ্ধ করে পুঁজিতন্ত্র বিলোপে এক বিকল্পহীন শর্ত। এই বোধ তৈরীতে ও তদার্থে নজিরও স্থাপন করছে পণ্য উৎপাদনী পদ্ধতিই।

পুঁজির দাস-পুঁজিপতি শ্রেণীও জানতে পেরেছে তার ঐতিহাসিক পরিণতি।কিন্তু, পুঁজপিত শ্রেণী পরজীবিতার স্বার্থে তা মানছে না। তাইতো, এরা রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের বিষাক্ত লেনিনবাদের আশ্রয় নিয়ে ব্যর্থ হয়েছে বা নিজেদেরেই সৃষ্ট আধুনিক রাষ্ট্রকে ডিফাক্ঙট করে বিশ্বব্যাংক, আই এম এফ ইত্যাকার নানান প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিয়ে শ্রেণীগত ভাবে একতাবদ্ধ হতে চেষ্টা করে পুঁজির চরিত্র দোষেই হাজারো ভাগ-বিভাজনে বিভক্ত হয়ে হাজারো বিরোধ-বৈরীতায় লিপ্ত হয়ে জাতিসংঘ, আই এম এফ ইত্যাদি বৈশ্বিক কাঠামোর তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণে পুঁজিতন্ত্রী বিশ্বায়নের রাজনীতিরও সুচনা করেছে মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্রের অযোগ্য, অক্ষম ও ব্যর্থ শাসক প্রতিক্রিয়াশী পুঁজিপতি শ্রেণী।

কিন্ত, আই এম এফ পুঁজিতন্ত্রের অপরিহারযোগ্য এবং নিরাময় অযোগ্য মরণ ব্যাধি-মন্দা ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছে বলে চরম প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী নানান যুদ্ধে যেমন জড়িয়ে যাচ্ছে তেমন অতীতের এমনকি দাসতন্ত্রের রাজনীতির নিকটও আরো বেশী বেশী করে আশ্রয় নিয়ে ইতিহাসের গর্তবাসী হয়ে চরম হিংস্রতার ফেনাটিকিজম,এক্সট্রিমিজম,ফ্যাসিজম ইত্যকার হিংস্র, কুসিৎ ও একক কর্তৃত্বপরায়ন রাজনীতি চর্চা করছে।কিন্তু,শেষ রক্ষা হবে কি?

প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই সমাজ পরিবর্তনের নিয়মে অতিতের শ্রেণী বিভক্ত সমাজ সমূহের পরিণতি তথা সমাজ পরিবর্তনের ফ্যাক্টস শীট তথা ইতিহাস কিন্তু পুঁজিপতি শ্রেণীরও বিনাশ ও বিলোপ বৈ শেষ রক্ষার বিষয়টি কবুল করে না বরং সাবেকী শ্রেণী বিভক্ত সমাজগুলোর পরিবর্তনের নিয়ম অর্থাৎ **সমাজের বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্কের সহিত উৎপাদনের নতুন উপায়ের বিরোধ ও বৈরীতার ফলশ্রুতি হচ্ছে পুরনো সমাজের বিলুপ্তি ও নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা**-এই রূপ নিয়মে পুঁজিতন্ত্রও বিলুপ্ত হবে পুঁজিতন্ত্রেরই সৃষ্ট উৎপাদন ও বিনিময়ের নতুন নতুন উপায়াদির বিরোধের ফলে।

বুর্জোয়ারা স্বীয় শ্রেণীর অস্তিত্ব রক্ষায় উৎপাদনের অবিরত বৈপ্লবীকরণ না করার কোনো বিকল্প যেমন নাই তেমন পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষায় পুঁজির গোলাম- পুঁজিপতি শ্রেণী পুরুৎপাদনে বাধ্য। এই বাধ্যবাদকতার হেতুবাদে উৎপাদনের যন্ত্রপাতি সহ নানান

নিত্য-নতুন পণ্য উৎপাদন করতেই হচ্ছে।পণ্য যেমন নিজের বাজার ও চাহিদা তৈরী করে তেমন নতুন পণ্য বাজারে আসার পর পুরোনো পণ্য তার উপযোগিতা ও বাজার হারায়। আবার, আজকে যে পণ্য নতুন কালকেই তা আরেকটি নতুন পণ্য বাজারে আসার কারণে উপযোগতাহীন অচল-বাতিল পণ্যে পরিণত হয়।

ফলে, উৎপাদনের যন্ত্র-পাতি সমেত সাবেকী হয়ে পড়া পণ্যগুলি বাজার হারায় বলে বিক্রি সংকটে পড়ে বা অচল মালের গুদামে ঠাঁই নিতে হয়। তাতে, ঐ অচল পণ্যগুলি উৎপাদনের কারাখানা হয় বন্ধ বা রুগ্ন, না হয় দেউলিয়া ঘোষিত হয় ঐগুলির মালিক। বন্ধ বা রুগ্ন কারাখানার মজুরগণ কর্মচ্যুত হয়, মজুরি হারায়, স্থানান্তরও হয় কেউ কেউ এবং অচল পণ্যের কেনা-বেচা সহ এগুলির সাথে সংশ্লিষ্ট আরো অনেকের যেমন পেশা পরিবর্তন করতে হয় তেমন আর্থিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পুরোনো পণ্যের সাথে নতুন পণ্যের বিরতিহীন বিরোধ ও বৈরীতায় পণ্য বাজারের প্রতিযোগতায় পণ্য বাজার সহ পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতিতে অবিরত বিরাজ করে অনিশ্চয়তা, আস্থাহীনতা, পুঁজি ও ব্যক্তিমালিকানা হারানো, চাকুরী হারানো,দায়-দেনা ও দায়-দায়িত্ব পালনে অনেকের অক্ষমতা-ব্যর্থতা সমেত প্রতারণা, জালিয়াতি, অনিয়ম-দুর্নীতি, চুক্তি ভংগ, বিরোধ-বৈরীতা ইত্যাকার বিষয়গুলো এমনকি পারিবারিক জীবনেও সংশয়, সংকট, সন্দেহ, বিরোধ, ভাংগন ক্রমেই বাড়িয়ে চলে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি হারানো বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে উদ্ভূত ইচ্ছা-আকাংখা পূর্ণ না হওয়া বা তজ্জাত ব্যর্থতার হার যেমন বাড়তেই থাকে তেমন বাড়তে থাকে হতাশা ও হতাশাজাত সিজ্রোফ্রেনিয়া সহ নানান রোগ। কার্যত, ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোভী হালের পুঁজিপতি শ্রেণী সিজ্রোফ্রেনিয়া সহ নানান রোগ আক্রান্ত বলেই অচল পুঁজিতন্ত্র কেবল পুঁজিতন্ত্রের অচল, পচা, বাসী ও দুর্গন্ধযুক্ত মৃত গণতন্ত্রকে বিষাক্ত করে তোলেনি বরং দাসতন্ত্র-সামন্ততন্ত্রের ততোধিক বাসী-পচা ও ভয়ানক দুর্গন্ধযুক্ত রাজনীতির আশ্রয়ে টিকে থাকার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়ে সমগ্র সমাজটাকে কেবল দুর্গন্ধময় নয় বরং মারাত্মক বিষাক্ত করে চলছে। ফলে, একই সাথে বাড়ছে সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে অবিরত ভাংগ-চুর, ভাংগে রাজনৈতিক দল ও রাষ্ট্রও। এই সবই হচ্ছে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের নিয়মে এবং ব্যক্তির ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে।

অন্যদিকে, মানুষে মানুষে সমান এবং শ্রম সমতাবাদী এই বোধের জন্ম ও বিকাশ ঘটাচ্ছে পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং এই পণ্য উৎপাদনী ব্যবস্থাই নিত্য-নতুন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বা আধুনিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহারের সাথে সাথে মানবজাতি লাভ করছে জগত ও জীবন এবং সমাজ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্যরাজি; এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তা। ফলে, বৈষম্য ও বৈরীতা জারী ও বহাল রাখতে শোষক-শাসদের প্রবর্তিত আইন-কানুন, নীতি-নৈতিকতাও উপযাগিতা হারাচ্ছে। তাই, যৌথ পরিবার বা পরিবার হারিয়ে যাচ্ছে, রাষ্ট্র ব্যর্থ হচ্ছে, আইন-কানুনের শাসন হারিয়ে যাচ্ছে এবং সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হচ্ছে বলে তারস্বরে চিৎকার করছে এবং সেসব পচা, বাসী, ও দুর্গন্ধময় এবং বাতিলযোগ্য বিষাক্ত বিষয়গুলো সংরক্ষায় পরিবার ও পারিবারিক

মূল্যবোধের পাহারাদার সামাজিক মোড়ল, রাষ্ট্র রক্ষার রাজনৈতিক নেতা, আইনের শাসনের সবকদাতা-সংরক্ষার সুশীল এবং কথিত উন্নয়ন ও মানবাধিকার কর্মী বা মানব হৈতষী, এবং নীতি-নৈতিকতার দোকানদার বা সাবেকী রাজনীতির সুবিধাভোগী-পেশাদার ব্যবসায়ী তথা পরজীবিতার নানান টাইপের তাবৎ গুরুজীকুল। অতঃপর,পুঁজিতন্ত্রী সমাজ শাসনে অযোগ্য ও ব্যর্থ শোষক পুঁজিপতি শ্রেণী সমেত মন্দা নিরাময়ে ব্যর্থ আই এম এফের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে থাকা মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্র সংরক্ষার মাধ্যমে নিজেদের পরজীবিতার পেশা টিকিয়ে রাখতে হালের গুরুজীরা বা নেতারা অর্থাৎ পেশাদার রাজনীতিকরাও অবিরত হিংস্রতা ও উন্মত্ততার রাজনীতির দারস্ত হচ্ছে। তাই, পুঁজিতান্ত্রিক বৈশ্বিক ব্যবস্থার সাথে সাংঘর্ষিক দাস ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজের রাজনীতির প্রাচীন-বাতিল চিন্তা-চেতনা বা বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক ও বিজ্ঞান বিরোধী এবং বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা ব্যাহত ও বিঘ্নসৃষ্টিকারী মাইথোলজি তথা জগত-জীবন বা মানবজাতি সৃষ্টি ও বিকাশ বিষয়ে না জেনেই কেবলই মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণ-শাসন ও পীড়ন-দমনে ন্যায্যতা, গ্রাহ্যতা দিয়ে তা স্থায়ীকরণের মাধ্যমে শোষক শ্রেণীর প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব সংরক্ষায় জগত-জীবন বা মানবজাতির উদ্ভব, বিকাশ বিষয়ে অজ্ঞ অথচ মিথ্যাবাদী তবে পরজীবিতাকে। আদিকালের গুরুজীদের ভুয়া কথামালার রাজনৈতিক বোধ, স্বাদেশিকতা, জাতীয়তার চরম সংকীর্ণতা-উগ্রতা, গোত্র-গোষ্ঠীর অচল-বাসী ধারণা, আদিবাসী ও অভিবাসী, স্বদেশী-বিদেশী, বর্ণবাদ, আদর্শবাদ,লিংগবাদ দেশপ্রেম, ভাষাপ্রেম, ভুয়া মানবাধিকার ইত্যকার বিষাক্ত ও দুর্গন্ধময় রাজনীতির তাবিজ-কবজ বিক্রির জন্য বিপুল ব্যয়ে প্রচুর ফেরিওয়ালাও লালন-পালন করছে টিকে থাকতে অক্ষম পুঁজিপতিরা। পুঁজি, পুঁজিপতি, পণ্যবাজার, বিজ্ঞান ইত্যকার বিষয়ে এমনকি পুঁজি উৎপন্নকারী মজুরকে বিভ্রান্তকরণ ও বিভক্তকরণে উপযোগী এই সব তাবিজ-কবজ বিক্রেতার কাতারে আছে আধুনিক শিক্ষার ঢাউস সনদধারী কথিত বুদ্ধিজীবি তথা অভিজাত বর্গের আধুনিক গুরুকুল ভুক্ত অথচ আধুনিক দাসেরা। ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়াররাও বাদ যায় না। এসব তাবিজের বাজার বাড়াতে ইলেক্ট্রিক মিডিয়াও রম-রমা আসরের আয়োজন করে। এসবেও প্রতিযোগীতায় লিপ্ত থাকতে পিছিয়ে নাই আধুনিক কালের উপরন্ত প্রগতিশীল দাবীদার সাহিত্যিক, নাট্যকার, গীতিকার, গায়ক, অভিনেতা বা বাজারী খেলোড়ার প্রমুখ কথিত তারকাজগতের ভাড়াটে তবে আধুনিক দাসেরাও।

এই সব ধরণের তাবিজ ও তাবিজের বিক্রেতাদের খরচ যোগাতে হয় পুঁজি উৎপন্নকারী মজুর শ্রেণীকেই। রাষ্ট সমেত দমন-পীড়নের অপরাপর যন্ত্র ও অস্ত্রপাতির খরচও বহন করতে হয় আধুনিক দাস তথা মজুরি দাসদেরকেই। ডিফাংক্ট তবে দমন-পীড়নে সর্বশক্তিমান যন্ত্র -রাষ্ট্রগুলোর জন্য প্রতিবছর ব্যয় হয় পৃথিবীর বার্ষিক মোট উৎপাদনের প্রায় ৩০%। অতীতের কোনো সমাজই যেমন এত্তোসব পণ্য উৎপন্ন করেনি তেমন এত্তোসব পরজীবীর দায়-ভারও অতীতের ভূমি দাস বা দাসেরা বহন করেনি। উল্লেখ্য, অসংখ্য পণ্যের পুঁজিতন্ত্রে পণ্য ছাড়া জীবন ধারণ করা সম্ভব নয়।

আবার টাকা ছাড়া পণ্য কেনাও সম্ভব নয়। তাই, সকলেই কম-বেশ টাকার পিছে মাতালের মতো দৌড়ায়। কিন্তু, পুঁজিতন্ত্রের সকল ধরণের পরজীবির খরচের যোগানদার মজুর শ্রেণীর কেউ কেউ কিছু কিছু অত্যাধুনিক পণ্য ক্রয়ে সমর্থ হলেও অনেকেই জীবন-যাপনের আধুনিক উপকরণাদিরতো নয়ই বহুজনই প্রয়োজনীয় বিশুদ্ধ পানি, চিকিৎসা সেবা সহ দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা পূরণের নূন্যতম পণ্যও ক্রয় করতে সমর্থ হয় না প্রকৃতপক্ষে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করেও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তবুও দৈনিক ৮-১৪ ঘন্টা গাধাসূলব খাটুনি খেটেও। ভয়ানক অন্যায় , সীমাহীন অনাচার, চরম অন্যায্যতার এবং সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনের সাংঘাতিক প্রতিবন্ধক কি ভয়ংকর সমাজ- এই পুঁজিতন্ত্র। অতঃপর, কৃত্রিম দারিদ্র, চাকুরীচ্যুতি, ছদ্ম বেকারত্ব ও বেকারত্বের স্রষ্টা পুঁজিতন্ত্রের শাসক পুঁজির দাস পুঁজিপতি শ্রেণী মজুরি দাসদের খাইয়ে-পরিয়ে দাসত্বের মধ্যে মজুরি দাসদের অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে ধারাবাহিকভাবে অযোগ্য, অক্ষম ও ব্যর্থ হয়েও ২ টি বিশ্বযুদ্ধ সমেত নানান যুদ্ধের মাধ্যমে ভয়ানক খুনা-খুনি, ও ধংসযজ্ঞ সংঘটন ও সমাজে হিংস্রতা ও উন্মত্তা ও ঘৃণার বিষাক্ত পরিবশে ক্রমাগত বাড়িয়ে সম্পূর্ণত অন্যায় ও অযৌক্তিক ভাবে টিকে থাকার অচেষ্টায় লিপ্ত হয়ে যতো বেশী পরজীবি ও পরজীবিতার গুরুকুল জন্ম দিয়ে এই বিশাল বহরের বিপুল ব্যয় বহনে বাধ্য করছে মজুর শ্রেণীকে তা কোনোভাবেই সমাজের সাথে সুসংগত নয় বরং, সাংঘর্ষিক। তাই, বুর্জোয়া সমাজের বোঝা ভয়ানক ব্যয় ও অপচয়ের বুর্জোয়া শ্রেণীর অধীনে ও শাসনে মরণাপন্ন বুর্জোয়া সমাজ কোনোভাবেই টিকে থাকতে পারে না। তাই, পুঁজিরও টিকে থাকার কারণ নাই, টিকে থাকবে না পুঁজিপতি শ্রেণী সমেত শ্রেণী ও শ্রেণী শাসন। **সুতরাং, পুঁজিতন্ত্র হচ্ছে শেষ শ্রেণী বিভক্ত সমাজ-যা প্রতিনিয়ত শ্রেণীহীন ও শ্রেণী শাসনহীন এক অখন্ড মানব জাতির এক নতুন সমাজের সকল উপাদান ও উপায়াদি তৈরী করছে।**

পুঁজির অস্তিত্বের শর্তেই পুঁজিপতি শ্রেণী নিজের অজ্ঞাতেই অথচ, নিজ অস্তিত্ব রক্ষায় প্রতিনিয়ত উদ্ভাবন ও আবিস্কার করছে এমনসব যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির যেসবের ব্যবহার ও ব্যাপ্তি বৈশ্বিক। আর এই সব ব্যবহারের ফলে যে পরিমাণ পণ্য উৎপন্ন হয় তা বিক্রি বা ধারণ করার ক্ষমতা রাখে না বৈশ্বিক পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ। তাই, পণ্য মজুত বাড়ে , বিক্রি সংকট দেখা দেয় তথা মন্দা বা অতি উৎপাদনের সংকট তথা সমাজে তৈরী হয় অস্থিরতা ও নৈরাজ্য। প্রকৃতপক্ষে,**মন্দা হচ্ছে পণ্য উৎপাদনের নতুন নতুন তবে আধুনিক হাতিয়ারাদির পুরোনো সামাজিক সম্পর্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ**। এই বিদ্রোহে তথা মন্দায় বা অতি উৎপাদনের ফলে অতি মজুতের ভয়ানক ভারে ও প্রচন্ড চাপে মজুরদের কেউ কেউ যেমন চাকুরীচ্যুত হয়, বেকার ও ছদ্ম বেকারও বাড়ে তেমন পুঁজিপতিদের কেউ কেউ মালিকানা হারিয়ে মজুরের কাতারভুক্ত হয়, মজুরের দুর্দশা ও দুর্ভোগের জীবনে কাতর হয় আর অবশিষ্টরা মালিকানা রক্ষার অপচেষ্টায় বা ব্যক্তিমালিকানা হারানো তাই, সামাজিক ক্ষমতাও হারানোর ভয়ে ভীত, আতংকিত,সন্ত্রস্ত হয়ে উন্মত্ত ও হিংস্র হয়ে লোভী পুঁজিপতি শ্রেণী দুনিয়ার তাবৎ

প্রাণীকুলের মধ্যে সবচাইতে নিকৃষ্ট ধরণের হিংস্র, বন্য, নিষ্ঠুর ও বর্বর প্রাণীতে পরিণত হয়ে হত্যা ও ধ্বংসের নিমিত্তে মারাত্মক সব অস্ত্রাদি প্রস্তুত করা সমেত ভয়ংকর সমর শক্তি বাড়িয়ে দাংগা, যুদ্ধ ইত্যকার নানান দুস্কর্ম সংঘটিত করে। তাতে,পুঁজিপতি শ্রেণী সমেত পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ নিজেই অস্তিত্বের সংকটে নিপতিত হয়।

পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে ব্যাপক শিল্পায়ন ও বিশাল ব্যয়ের অত্যাধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক পরিমাণ পুঁজি সংগ্রহের নিমিত্তে পুঁজিপতি শ্রেণী শেয়ার মার্কেট প্রতিষ্ঠা করে পণ্য উৎপাদনে ব্যক্তি পুঁজিপতির সরাসরি নিয়ন্ত্রণের মাত্রা হ্রাস ও সীমিত করে বা শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তি বিশেষের কর্তৃত্বকে গুরুত্বহীন ও কর্তৃত্বহীন করে এক গোষ্ঠী কুপন কাটা তবে বাজারের সুবিধা-অসুবিধাভোগী কার্যত জুয়াড়ীর জন্ম দিয়ে পণ্য উৎপাদনী ব্যবস্থাকে যেমন কুপন কাটা তাই অলস পুঁজিপতিদের পরজীবিতার ভার বহনের দায়বদ্ধ করে বুর্জোয়া সমজের পরিচালন ব্যয়ভার বাড়িয়ে বুর্জোয়া সমাজের গতিশীলতায় প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে সমাজের সচলতা-গতিশীলতা ও কার্যকরতা হ্রাস, ক্ষুন্ন ও বিঘ্ন করে বুর্জোয়া সমাজের অচলতা, গতিশীলতা ও অকার্যকরতার স্তম্ভ ও নজির স্থাপন করে ব্যক্তিমালিকানার গুরুত্ব ও কার্যকারিতার অকার্যকরতা ও গুরুত্বহীনতার নজির স্থাপন করে কার্যত ব্যক্তিমালিকানাকে গুরুত্বহীন তাই ব্যক্তি পুঁজিপতির অপ্রয়োজনীতা প্রমাণ করে ব্যক্তিমালিকানা বিনাশের সূচনা করে পুঁজিতন্ত্রের মধ্যেই সামাজিক মালিকানার নজির স্থাপন ও সামাজিক মালিকানার নতুন সমাজের পথ ও পাথেয় তৈরী করে ব্যক্তি মালিকদের ভূমিকার অকার্যকারিতা নিশ্চিত করেছে তেমন মন্দায় আক্রান্ত পুঁজিপতিরা যুদ্ধ-বিগ্রহ করেও মন্দার কবল হতে মুক্ত হতে অক্ষম ও ব্যর্থ হয়ে পুঁজিপতি শ্রেণী মূলত মন্দা ঠেকাতে বা পরিহারে নানান চুক্তির মাধ্যমে ব্যক্তিমালিকানাকে সংকোচিত ও নিয়ন্ত্রিত করে বা ব্যক্তিমালিকদের ক্ষমতা ক্ষুন্ন ও হানি করে রাষ্ট্রীয়, সমবায়িক, মাল্টি-ন্যাশনাল ইত্যকার মালিকানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যৌথ মালিকানার পত্তন করে ব্যক্তিমালিকানা হারাতে অনিচ্ছুক পুঁজিপতি শ্রেণীই কার্যত স্বীয় শ্রেণী ভিত্তি ব্যক্তিমালিকানাকে ক্রমেই সংকোচিত করে কার্যত ব্যক্তিমালিকানা বিলোপ ও বিনাশের সামাজিক মালিকানার পথ তৈরী ও প্রশস্ত করে যাচ্ছে। অর্থাৎ পুঁজির অস্তিত্বের শর্তেই প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী নিশ্চিত অনিশ্চিতার পুঁজিতান্ত্রিক সমাজকে ক্রমাগত অস্থির, সংকটাপন্ন, বিধস্ত, বিপন্ন ও ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাচ্ছে।

কার্যত, ব্যক্তিমালিকানা বিলুপ্তির জন্য পুঁজিপতি শ্রেণীর কবর খোদক -মজুর সহ আবশ্যকীয় সকল শক্তি, শর্ত, স্তম্ভ সদা তৈরী তথা সামাজিক মালিকানার অর্থাৎ পণ্যহীন, পুঁজিহীন, বেচা-কেনামুক্ত, শ্রেণীহীন-শোষণমুক্ত, বৈষম্য-বৈরীতামুক্ত, মিথ্যা-প্রতারণা ও শঠতা মুক্ত, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তহীন, হিংস্রতা ও উন্মত্ততামুক্ত, দমন-পীড়ন ও অত্যাচার মুক্ত, ভীতি-আতংকহীন তাই, হতাশা ও হতাশাজাত সিজ্রোফ্রেনিয়া সমতে এই জাতীয় সকল রোগ-ব্যাধি মুক্ত, ধর্ষণ সহ সব ধরণের

সেক্সুয়ের হারাসম্যান্ট মুক্ত, দাংগা-যুদ্ধ মুক্ত, রাজনীতি, রাজনৈতিক দল ও রাষ্ট্র সমেত ব্যক্তিমালিকানা রক্ষা ও সংরক্ষায় সৃষ্ট সকল হাতিয়ার ও অস্ত্রপাতি মুক্ত তাই, অবিচ্ছিন্ন শান্তির সমাজ-সমাজতন্ত্রের ভিত বা ভিত্তি তৈরী করছে খোদ পুঁজিপতি শ্রেণী স্বীয় শ্রেণীর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার নিমিত্তে মূলত পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে।

পুঁজিই মন্দার কারণ । অথচ, পুঁজি থাকবে কিন্তু মন্দা পরিহার করবে এমন বোকামীপূর্ণ ধারণায় মন্দায় সৃষ্ট ২য় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিতে **মন্দা হতে নিস্কৃতি লাভে অপরাগ ও সমাজশাসনে অযোগ্য, অক্ষম ও ব্যর্থ প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী উপনিবেশিকতার নীতিকে পরিত্যাগ করে উন্মুক্ত বিশ্ববাজারের মাধ্যমে পুনঃপুন মন্দায় আক্রান্ত মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে বিশ্ব অর্থনীতিকে একটি কেন্দ্র হতে নিয়ন্ত্রণ করার ভয়ানক ক্ষমতাধর বৈশ্বিক সিন্ডিকেট-আই এম এফ প্রতিষ্ঠা করে খোদ রাষ্ট্রকেই ডিফাংক্ট করে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কবর রচনা করে পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বয়ানের রাজনীতি সমেত নানান বৈশ্বিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেও মন্দা হতে নিস্কৃতি পায়নি পুঁজিপতি শ্রেণী**।

ফলে, মন্দা ঠেকাতে মহাক্ষমতাধর-আই এম এফও ব্যর্থ। রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের মহা গুরু লেনিনতো আই এম এফ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুচিত পুঁজিতন্ত্রী বিশ্বায়নের রাজনৈতিক যুগে ব্যর্থ, অযোগ্য ও অচল হয়েছেন। তাই, পুনঃপুন মন্দায় পুনঃপন আক্রান্ত হয়েও মন্দা পরিহারে পুনঃপুন ব্যর্থতায় পুঁজিপতি শ্রেণী ক্রমাগত আরো হিংস্র ,উন্মত্ত এবং বর্বর হয়ে উঠছে।

পণ্য উৎপাদনে পুঁজিপতি শ্রেণীর সৃষ্ট মজুরী দাস পণ্য উৎপাদনী প্রক্রিয়ায় শোষিত হয়। তাই, শোষক পুঁজিপতি শ্রেণীর সাথে শোষিত মজুর শ্রেণীর বিরোধ ও বৈরীতা জন্মগত। সুতরাং, শোষণের হেতুবাদে পুঁজিতন্ত্রে এই দুই শ্রেণী একে অপরের মুখামুখি দন্ডায়মান। জন্মের শুরু হতেই তাই মজুর শ্রেণী পুঁজিপতি শ্রেণীর সাথে সংগ্রামে লিপ্ত। এই সংগ্রামের চূড়ান্ত রূপ হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব-যা পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করে উৎপাদনের উপায়, পরিবহন ও যোগাযোগের উপায়সমূহের সামাজিক মালিকানার তথা দুনিয়ার সকল মানুষের সাধারণ মালিকানার নতুন সমাজ-সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে। তাই, মজুর শ্রেণী একাকী বিপ্লবী বলেই বৈশ্বিক পুঁজিতন্ত্রকে বিলুপ্তকরণে দুনিয়ার মজুরদের একতা হচ্ছে প্রথম শর্ত। এই শর্ত পূরণে তথা কমিউনিজম প্রতিষ্ঠায় দুনিয়ার মজুরদেকে একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য একতাবদ্ধকরণে মজুরদের একটি পার্টি হচ্ছে বিকল্পহীন শর্ত।

মন্দায় পুঁজিপতি শ্রেণী একদিকে যেমন মজুর শ্রেণীর মুখোমুখি প্রকটভাবে দাঁড়ায়। পণ্যের জন্মসূত্রেই অসম প্রতিযোগিতায় লিপ্ত পুঁজিপতিরাও নিজেরাই নিজেদের মুখোমুখি দাড়িয়ে, দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে টিকে থাকতে চায় বলেই দুই দুইটা বিশ্বযুদ্ধের তান্ডব ও হত্যাযজ্ঞে উন্মত্ত হয়েছে লোভী, হিংস্র ও উন্মত্ত পুঁজিপতি শ্রেণী। অথচ, এই রূপ অবস্থায় যেমন পুঁজিতন্ত্র সবচাইতে বেশী নড়বড়ে ও ভাংগচুর অবস্থায় উপনীত হয় তেমন টিকে থাকতে অক্ষম তবে উন্মত্ত ও হিংস্র পুঁজিপতি শ্রেণীও খুবই দর্বলতর

অবস্থায় উপনীতি হয় বলেই পুঁজিপতি শ্রেণী সমেত পুঁজিতন্ত্রকে বিলীন করার উপযুক্ত সময়। আবার দুনিয়ার মজুরেরাও টিকে থাকার জন্যই এই সময়েই বেশী লড়াই-সংগ্রাম করতে হয়। ফলে, অস্তিত্বের সংকটে নিপতিত মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্র কেবল নিজের বিলুপ্তির সদর দরজায় উপনীতি হয়নি বরং পুনঃপুন মন্দায় অস্তিত্ব সংকটে নিপতিত পুঁজিপতি শ্রেণী এবং মজুরি শ্রেণীর অস্তিত্ব হারিয়ে মুক্ত মানুষ তথা প্রকৃত মানুষ হতে বন্যতা মুক্ত বৈজ্ঞানিক সমাজ প্রতিষ্ঠাকামী মজুরশ্রেণী চরম দ্বন্দ্ব তথা চূড়ান্ত বিরোধে লিপ্ত হতে নিয়মক ভূমিকা পালন করতে বাধ্য করে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণীকে আর সংগঠিত মজুর শ্রেণীও তার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের মোক্ষ সুযোগ লাভে সমর্থ হয়ে অন্যায় ও অন্যায্য ব্যক্তিমালিকানা সমেত প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী এবং সুষ্ঠু জীবন যাপনতো নয়ই এমনকি নিঃশ্বাস নেওয়ার অযোগ্য পচা-বাসী ও ভয়ানক দুর্গন্ধময় পুঁজিতান্ত্রিক সমাজকে একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে বিলীন করে কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে-এটাই পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের ঐতিহাসিক পরিণতি। উল্লেখ্য, ইতিহাস কারো ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কা করে না বা কারো হুকুমের দাসও নয় বরং ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে সমাজের শ্রেণীগুলো ইতিহাসের নিয়মের অধীন।

অতঃপর, মজুর নয় অথচ ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম জানেন, বুঝেন ও মেনে নিয়ে ভালোবাসা ও বন্ধুত্বময় জীবন যাপনে আগ্রহী বা ইচ্ছুক তথা মুক্তিকামী- স্বাধীনতা প্রেমিরা ইতিহাসের নিয়মেই কেবল স্বীয় শোষক শ্রেণীকেই নয় বরং দুনিয়ার সকল মানুষের মুক্তি নিশ্চিতকারী মজুর শ্রেণীর সাথে যুক্ত ও জড়িত হয়ে খোদ শোষণমূলক পুঁজিতন্ত্রকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ের পাঠানোর ঐতিহাসিক কাজে অংশ নিবে।

উল্লেখ্য, পুঁজির কেন্দ্রীভবনের দেশ তথা উন্নত দেশগুলোতেই বারে বারে মন্দা দেখা দেয় বলে মন্দার যাবতীয় খারাপ অবস্থা ও দুর্দশা এই দেশগুলোতেই দেখা দেয় মন্দার শুরু হতেই। তাই, এখানকার পুঁজিপতিরা যেমন সংকটাপন্ন, বিপন্ন ও নানান ভাগ-বিভাজনে বিভক্ত ও নানানমুখি দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া সহ অপরাপর দেশের বুর্জোয়াদের সাথেও নানান ধরণের বিরোধ ও বৈরীতায় লিপ্ত হয়ে ক্রমেই দুর্বল হয়ে বিপন্নাবস্থায় পড়ে এবং তেমন এখানকার মজুরেরাও চরম দুর্ভোগ ও দুর্দশার শিকার হয় বলে পুঁজিপতি শ্রেণীর সাথে নানান মুখি বিরোধ ও বৈরীতায় লিপ্ত হয় বলেই এই দেশগুলির মজুরদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম হচ্ছে মজুর শ্রেণীর মুক্তির প্রথম শর্তগুলোর একটি। তাই, কমিউনিস্ট বিপ্লবের প্রাথমিক ক্ষেত্র হচ্ছে নেতৃস্থানীয় দেশগুলো অর্থাৎ জি-৭ভুক্ত দেশগুলো।

অতঃপর, দুনিয়ার মজুরেরা একতাবদ্ধ হলে মন্দাকালীন মজুর শ্রেণী একটি সংগঠিত শ্রেণী হিসাবে নানান বিবাদে বিভক্ত ততোধিক দুর্বল পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিরোধ তথা কমিউনিস্ট বিপ্লবে অবতীর্ণ হয়ে পুঁজি, পুঁজিপতি শ্রেণী ও পঁজিতন্ত্রকে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত করবে। কোনো সন্দেহ নাই, এই বিপ্লবের মাধ্যমে সকল প্রকার বন্যতা মুক্ত হয়ে দুনিয়ার মানুষেরা প্রথম পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠবে।

অতঃপর, পুঁজির অস্তিত্বের শর্তেই মন্দা যেমন অনিবার্য তেমন কমিইনিস্ট বিপ্লবও অপরিহারযোগ্য । তাই, ইতিহাসের শেষ শ্রেণী বিভক্ত সমাজ– পুঁজিতন্ত্রের ঐতিহাসিক পরিণতি– পুঁজি মুক্ত কমিউনিজমও অপরিহারযোগ্য ও অনিবার্য। **সুতরাং, পুঁজির অস্তিত্বের শর্তেই পুঁজি থাকবে না।**

শাহ্ আলম
০৩, নভেম্বর, ২০১৭। ঢাকা।
মোবাইলঃ০১৭১–৫৩৪৫–০০৬।